পাহাড় পর্বতে বাঙালি নারী (অন্তঃ পর্ব)

মীর শামছুল আলম বাবু

[বাংলাদেশের বিশিষ্ট আরোহী মীর বাবু একটি বিশেষ কাজ করেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। তিনি পর্বতারোহণে বাঙালি নারীদের নিয়ে ছোটখাট একটি সাতকাহন প্রকাশ করেছিলেন সোনারপুর আরোহী'র কোনও এক বাৎসরিক সংখ্যায়। নানা নিরিখে গুরুত্বপুর্ণ ওই লেখাটি ই-ম্যাগের পাতায় পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। তবে এবারে লেখাটির খানিক সম্পাদনা, খানিক সংযোজনের প্রয়োজন পড়েছে। দীর্ঘ কাহিনী, তাই অন্যূন চারটি পর্বে চলবে এরকম ভেবেছিলাম আমরা; কিন্তু রচনার ক্রমবর্দ্ধমান পরিসর দেখে পর্বসংখ্যা বাড়িয়ে ছয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এবারে প্রকাশিত হ'ল অন্তঃ পর্ব।]

বাঙালি নারীদের নিয়ে আরোহী ই-ম্যাগ যখন নতুন করে আমারই পুরনো কাজ পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিল, তখন থেকে বাড়তি দায় চেপেছে। নিজের লেখা আপডেট করার দায়। রুদ্র এবং সম্প্রতি সম্পাদক-মশাইয়ের ধারাবাহিক তাড়ায় কাজটা একরকমে শেষ করা গেল। অনেক কথা বাকি থেকে গেলেও এবারে ইতি টানতেই হচ্ছে। গত সংখ্যায় বাংলাদেশের মেয়েদের নিয়ে অনেকটা বলে উঠতে পেরেছিলাম, এবারে এপার ওপার দুপার মিলিয়ে বলতে হবে। দুপারেই অনেক ব্রেকিং নিউজ আছে কিনা।

রুম্পার কথা বলি। কুপার্স কলোনী হাইস্কুলের শিক্ষিকা রানাঘাটের নাসরা কলোনীর বাসিন্দা রুম্পা দাস - জন্ম ১৯৮১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর নদীয়ার কল্যানীতে। ২০১৫ সালে 'মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ কৃষ্ণনগর'-এর সাথে যুক্ত হন রক ক্লাইম্বিং কোর্সের মাধ্যমে। স্বামী সুমন বসুও ছিলেন সাথে। একই বছরে 'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট' থেকে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করেন। এরপর অভিযান। ওঁর সফল অভিযানের মধ্যে আছে ২০১৫ সালে 'স্টোক কাংড়ি' ২০১৬ সালে 'মাউন্ট চ্যাঙাবাং' ২০১৭ সালে 'ত্রিশূল-১' 'মাউন্ট ব্ল্যাক পিক', ২০১৮ সালে 'মাউন্ট গ্যাংস্ট্যাং' ও সাসের কাংড়ি ২০১৯-এ 'মাউন্ট দেভচান' অভিযানের সদস্য ছিলেন রুম্পা। ২০১৯ সালের মে-জুনে নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং থেকে অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স সমাপ্ত করেছেন 'বেস্ট ট্রেইনি'র এওয়ার্ড পেয়ে। ২০২১ সালে ৪০ বছর বয়স্ক রুম্পা দাস শুরু করেন এভারেস্ট অভিযান। ৬ এপ্রিল রওনা দেন নেপালের উদ্দেশ্যে - ১৮ এপ্রিল এভারেস্ট বেসক্যাম্প পৌঁছান। ১ মে ক্যাম্প-২ তে পৌঁছানোর পর তীব্র শ্বাসকষ্ট ও জ্বর-কাশি শুরু হয় – ইতিমধ্যে একজন নরওয়ের অভিযাত্রী সহ কয়েকজনের করোনা পজেটিভ পাওয়া গিয়েছিল। রুম্পাকে ২ মে হেলিকপ্টারে কাঠমুন্ডুর আন্তর্জাতিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে জানা যায় সে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। ওখানেই তাঁর এভারেস্ট অভিযানের ইতি। এবছর নতুন করে প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি, যাচ্ছেন মানাসলু সামিটের উদ্দেশে (বিশ্বে অষ্টম উচ্চতম)। অভিযান সংগঠিত করেছে বিখ্যাত 'মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ কৃষ্ণনগর'। বসন্ত সিংহ রায়ের নেতৃত্বাধীন এই দলে রুম্পার সঙ্গে যাচ্ছেন রানাঘাটের আর এক নারী সুমিত্রা দেবনাথ। গোপালনগর হরিপদ ইনস্টিটিউটের শিক্ষিকা সুমিত্রা ২০১৩-য় 'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট', ২০১৬ তে 'জহর ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং এন্ড উইন্টার স্পোর্টস' এবং ২০১৮ তে 'অটল বিহারী বাজপাই ইন্সটিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং এন্ড এলাইড স্পোর্টস' (মানালি) থেকে পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে কিছু অভিযানে হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর।

আজকের আর এক তারকা পিয়ালী বসাক। চন্দননগর কাঁটা পুকুরের বাসিন্দা পিয়ালীর জন্ম ১৯৯০ সালের ৭ অক্টোবর। বাবা তপন বসাক ও মা স্বপ্না বসাক। পিয়ালী গনিতে স্নাতক, বর্তমানে কানাইলাল স্কুলের শিক্ষক। ওঁর হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ ছোট থেকেই। ৬ বছর বয়সে নেপাল ভ্রমণের মাধ্যমে পিয়ালীর হিমালয় যাত্রা শুরু। ৭ম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই রক ক্লাইম্বিং কোর্স, ২০০৮-এ 'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনিষ্টিটিউট'-এ বেসিক ও ২০১০-এ

এডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স। বেশকিছু পর্বতে (মুলকিলা-১০, মাউন্ট তিনচেনকাং, ভাগীরিথী-২ ইত্যাদি) অভিযানের পর শুরু করেন তার ৮ হাজার মিটার পর্বতে অভিযান। ২০১৮ সালে 'মানাসলু' (২৭ সেপ্টেম্বর) সফলভাবে আরোহণ করেন। ২০১৯ সালে ক্লাউড ফান্ডিং ও ব্যাংক-লোন নিয়ে এভারেস্ট অভিযানে যান – কিন্তু শেরপাদের অসহযোগিতায় (পিয়ালীর ভাষায়) শিখরের ৪৫০ মিটার নিচ থেকে ফেরত আসেন। দুই বছর পর ২০২১ সালের ১ লা অক্টোবর সকাল ৬-টায় পৃথিবীর সপ্তম উচ্চতম শৃঙ্গ 'ধওলাগিরি' (৮,১৩৭ মিটার) শৃঙ্গে বিনা অক্সিজেনে আরোহণ করেন – তবে অভিযানপূর্ব তথ্য না দিয়ে যাওয়ায় কারণে পিয়ালীকে বিনা অক্সিজেনে আরোহণের স্বীকৃতি না দিয়ে শুধু আরোহণ স্বীকৃতি দেয় নেপাল সরকার। ২০২২ সালে নেপাল সরকারকে অবহিত করেই বিনা অক্সিজেনে 'এভারেস্ট' ও 'লোৎসে' অভিযানে যান পিয়ালী। ৪ এপ্রিল কাঠমুন্ডু পৌছেও মুলত অর্থনৈতিক কারনে ২১ দিন অপেক্ষা করতে হয় সেখানে। এরপর ২৫ এপ্রিল তিনি রওনা দেন এবং ২৯ এপ্রিল বেসক্যাম্প পৌঁছে শুরু করেন অভিযান। ২২ মে রবিবার সকালে এভারেস্ট চুড়ায় পৌঁছান। পিয়ালি ৮৪৫০ মিটার পর্যন্ত সাপ্লিমেন্টারি অক্সিজেন ছাড়াই উঠেছেন। তারপর পরিস্থিতির চাপে তাঁকে অক্সিজেন নিতে হয়েছে। এরপর ক্যাম্প-২ পর্যন্ত নেমে আবার উঠে যান সামিট ক্যাম্পে (এভারেস্ট ও লোৎসের সামিট ক্যাম্প এক)। ২৫ মে জয় করেন চতুর্থ উচ্চতম পর্বত 'লোৎসে' (৮,৫১৬ মিটার)। ছন্দা গায়েন এই নজির সৃষ্টি করেছিলেন প্রায় একদশক আগে।

বাংলাদেশে ফিরি। আমরা ওয়াসফিয়া নাজরিন চৌধুরীর আরোহণ কীর্তি নিয়ে আগেই অনেকটা বলেছি। এমন একজন যিনি কোনও পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ না নিয়েও কঠোর পরিশ্রম, ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ আর অধ্যাবসায় দ্বারা একে একে সাত মহাদেশের সাত উচু পর্বত চুঁড়া জয়ের লক্ষে ২০১১ সালে 'বাংলাদেশ অন সেভেন সামিট' ক্যাম্পেইন শুরু করেছিলেন। এভারেস্ট অভিযানও শুরু করেছিলেন নিশাত মজুমদারের (২য় বাঙালি নারী) আগে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় দেরী হয়ে যায় তার। ঝড়ের কারনে ২টি তাঁবু আর ৫টি অত্যাবর্শকীয় অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ অনেক কিছু হারিয়ে বেসক্যাম্পে নেমে আসতে হয় তাঁকে। তারপরেও প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি, অদম্য মনোবল আর নিজের সক্ষমতায় বিশ্বাস করে তিনি আবার সামিট মার্চে যান। নিশাতের সাত দিন পর এভারেস্ট জয় করেন। এরপরেও জারি থাকে তাঁর সপ্তচূড়া অভিযান। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রথম বাঙালি হিসেবে 'সেভেন সামিট' জয় করে ইতিহাসে স্থান করে নেন। অতিসম্প্রতি তিনি আবার ইতিহাস গড়েছেন। প্রথম বাংলাদেশি তথা প্রথম বাঙালি হিসেবে তিনি চলে গেলেন পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত কে-২ পর্বত অভিযানে। গাইড ছিলেন পর্বতে অবিশ্বাস্য রেকর্ডের অধিকারী নির্মল পুর্জা। ২০২২-এর ২২ জুলাই বিশ্বের ভয়ংকরতম পর্বত কে-২ এর শীর্ষে পৌঁছে যান ওয়াসফিয়া। বাঙালিদের আরও একবার গর্বিত করলেন তিনি।

যাঁদের কথা বলে উঠতে পারলাম তাঁরা ছাড়াও অজস্র নারী অভিযাত্রীরা ছড়িয়ে আছে দুই বাঙলায়। সবার সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেনি, সবার কথা শোনা হয়নি। বলা হ'ল না, পশ্চিমবঙ্গের ঊষা পণ্ডিত, রুনা দে-র মতো অনেকের কথা যারা বহুদিন ধরে বহুপথ হেঁটে হিমালয়ের দুর্গম গিরিবর্ত্মগুলো অতিক্রম করে গিয়েছেন একের পর এক। তাঁরা সবাই মিলে আরও বড় কাহিনী উপহার দেবেন ভবিষ্যতে।

"It is not the mountain we conquer but ourselves." — Sir Edmund Hillary.